প্রতিবেদন যোগ্য

SUPREME COURT OF INDIA
ভারতের সর্বোচ্চ আদালত

CIVIL APPELLATE JURISDICTION
দেওয়ানি আপীল অধিক্ষেত্র

CIVIL APPEAL NO. 9100 OF 2018
দেওয়ানি আপীল ২০১৮ সনের নং ৯১০০
(Arising out of SLP (Civil) No. 20085 of 2017)
এস এল পি (দেওয়ানি) নং ২০০৮৫, ২০১৭ হইতে উদ্ভূত

ন্যাশনাল ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড.....আবেদনকারী
(National Insurance Co. Ltd.) Appellant

V E R S U S
বনাম

আশালতা ভৌমিক ও অন্যান্যরা.....বিবাদীগণ
(Ashalata Bhowmik & Others) Respondents

রায়

এস.আব্দুল নাজীর, জে

১. আপীল দায়ের করার অনুমতি চেয়ে যে দরখাস্ত (লিভ পিটিশন) করা হয়েছে তা মঞ্জুর করা হলো।

২. ত্রিপুরা হাইকোর্ট ১৫ ই মার্চ ২০১৭ ইং তারিখ **এম এ সি এ পি ২৫/২০১৫** নং মামলার রায়ে বীমা কোম্পানিকে আদেশ করেছিলেন যে তারা যেন মোটর এক্সিডেন্ট ক্লেইমস ট্রাইব্যুনাল, পশ্চিম ত্রিপুরা, আগরতলা কর্তৃক ক্ষতিপূরণ বাবদ ঘোষিত **১০,৫৭,৮০০** টাকার উপর দরখাস্ত দায়ের করার দিন থেকে বার্ষিক ৮ শতাংশ সুদ হিসাব করে সুদ সহ টাকা বিবাদীগণকে মিটিয়ে দেন। ত্রিপুরা হাইকোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে ন্যাশনাল ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এই আপীল দায়ের করেছে।

৩) এক নং বিবাদী হলেন দুর্ঘটনায় মৃত দিলীপ ভৌমিকের মা। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বিবাদী হলেন যথাক্রমে মৃত দিলীপ ভৌমিকের স্ত্রী ও দুই সন্তান । গত ২০.০৫.২০১২ ইং তারিখ রাত ৭ টায় দিলীপ ভৌমিক তার গাড়ি চালিয়ে কাঠালতলী থেকে বাড়ি ফিরছিলেন । তার গাড়ির নম্বরটি ছিল TR01-U-0530 । আগরতলা রেল স্টেশন সংলগ্ন বাইপাস রোডে যে ব্রিজটি রয়েছে তার

কাছাকাছি পৌঁছানো মাত্রই দিলীপ ভৌমিকের গাড়িটি একটি দুর্ঘটনায় পড়ে । এই দুর্ঘটনায় দিলীপ ভৌমিক মারাত্বক আঘাত পান । ঘটনাস্থল থেকে প্রথমেই তাকে হাপানিয়ার ড: বি.আর.আম্বেদকর মেমোরিয়াল টিচিং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখান থেকে তাকে AGMC ও GBP হাসপাতালে আনা হয় । আনা মাত্রই চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । দুর্ঘটনার সময় তার বয়স ছিল ৪৩। ক্ষতিপূরণের মামলায় আবেদনকারীদের দাবী ছিল যে দিলীপ ভৌমিক পেশায় একজন ব্যবসায়ী ছিলেন ও তার মাসিক আয় ছিল ১৫,০০০/- টাকা । তাই তার উত্তরাধিকারীরা ক্ষতিপূরণ বাবদ ৬৮,১৫,০০০/- টাকা দাবী করেন। বীমা কোম্পানি এই দাবীর বিরোধিতা করে । ট্রাইব্যুনাল আবেদনকারীদের ক্ষতিপূরণ বাবদ ১০,৫৭,৮০০/- টাকা দেওয়ার আদেশ করেন ।

৪) ট্রাইব্যুনালের এই রায়ের বিরুদ্ধে বীমা কোম্পানি ত্রিপুরা হাই কোর্টে আপীল দায়ের করেন । তাদের মূল যুক্তি ছিল যে মৃত ব্যক্তি নিজেই গাড়ির মালিক এবং চালক হওয়ায়, মোটর ভেহিক্যালস আইন অনুযায়ী তিনি থার্ড পার্টি কিংবা তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন না। উপরন্তু তারই অসাবধানতার ফলে দুর্ঘটনাটি ঘটে । তাই বীমা কোম্পানি কোনো ভাবেই এই ক্ষতিপূরণ দিতে দায়বদ্ধ নন ।

৫) বীমা কোম্পানির যুক্তি গ্রহণ করে হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত নেন যে এই মামলায় মৃত ব্যক্তি কখনোই থার্ড পার্টি বা তৃতীয় পক্ষ নন এবং তার অসাবধানতা ও বেপরোয়া যান চালনার ফলেই ঐদিন তার গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটায় । যাই হোক, হাইকোর্ট আপিলকারী বীমা কোম্পানি কে ট্রাইব্যুনালের রায় অনুযায়ী আবেদনকারীদের দাবী মিটিয়ে দিতে বলেন এবং এটাও বলেন যে ভবিষ্যতে কখনোই অন্য কোনো মামলায় হাইকোর্টের এই রায়টিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না । গাড়ির ইন্সুরেন্স পলিসি পর্যালোচনা করে হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত নেয় যে পলিসি অনুযায়ী গাড়ির মালিক তথা চালক মাত্র ২,০০,০০০/- টাকা পাওয়ার অধিকারী । হাইকোর্টের মূল নির্দেশটি ছিল নিম্নরূপ:

“যেহেতু আবেদনকারীরা এটা প্রমান করতে সফল হয়েছেন যে পার্সোনাল এক্সিডেন্টের বীমা বাবদ তারা মাসিক প্রিমিয়াম নিয়মিত দিয়ে যাচ্ছিলেন তাই বীমা কোম্পানি ক্ষতিপূরণের দায় থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারেন না যদিও পলিসি অনুযায়ী, এই ক্ষতিপূরণের পরিমান ২,০০,০০০/- টাকায় সীমাবদ্ধ। ট্রাইবুনাল যে ক্ষতিপূরণের অঙ্ক নির্ধারণ করেছে বীমা কোম্পানি তার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি তোলেনি।”

৬) আপিলকারী বীমা কোম্পানির বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য এই যে মৃত ব্যক্তি নিজেই দুর্ঘটনাকারী গাড়িটি চালাচ্ছিলেন এবং দুর্ঘটনার জন্য তিনিই দায়ী। উপরন্তু দ্বিতীয় কোন গাড়ি এই দুর্ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল না। সেই জন্য এই মামলায় মৃত ব্যক্তিকে কখনোই থার্ড পার্টি বা তৃতীয় পক্ষ হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। আর এই কারণেই হাইকোর্ট সঠিক ভাবে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে এই ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের দাবী করে দায়েরকৃত মামলা চলতে পারে না। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পরে

আবেদনকারীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য হাইকোর্টের আদেশ যথার্থ হয় নি। আবেদনকারীদের বিজ্ঞ আইনজীবী অবশ্য ট্রাইব্যুনালের রায়কেই যথার্থ বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন।

৭. আমরা যত্নসহকারে দুপক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্য এবং মামলার নথিপত্র পর্যালোচনা করেছি। এই বিষয়ে কোনো বিরোধ নেই যে মৃত ব্যক্তি নিজেই গাড়িটির মালিক তথা চালক ছিলেন এবং তারই অসাবধানতা ও বেপরোয়া যান চালনার জন্য এই দুর্ঘটনা ঘটে। দ্বিতীয় কোনো গাড়ি এই দুর্ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল না। আর তাই মৃত ব্যক্তি এই দুর্ঘটনার জন্য সম্পূর্ণ ভাবে দায়ী ছিলেন। এই মামলায় তাকে থার্ড পার্টি বা তৃতীয় ব্যক্তি বলা যায় না। বরং তিনি নিজেই নিজের অসাবধানতা ও বেপরোয়া যান চালনার শিকার হয়েছেন। আমাদের বিচারে যেখানে একজন দাবিদার নিজের অসাবধনাতা ও বেপরোয়া যান চালনার ফলে দুর্ঘটনা ঘটিয়েছেন তিনি কখনোই ইন্সুরেন্স কোম্পানি কে এই দুর্ঘনার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করতে পারেন না। অতএব মোটর ভেহিক্যালস আইনের ১৬৬ ধারায় মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের এই ক্ষতিপূরনের দাবি অচল।

৮. অনুরূপ একটি মামলা এই আদালতে বিচারের জন্য এসেছিলো যেটি হচ্ছে **ওরিয়েন্টাল ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম শ্রীমতি ঝুমা সাহা এবং অন্যানরা (২০০৭) ৯, এস. সি. সি.** ২৬৩। ওই মামলাটিতেও গাড়ির মালিক নিজেই গাড়িটি চালাচ্ছিলেন এবং তারই অসাবধানতায় তার গাড়িটি রাস্তার একটি গাছকে ধাক্কা মারে। এই দুর্ঘটনায় মালিক তথা চালক মারা যায়। তার উত্তরাধিকারীরা ক্ষতিপূরণের দাবি করে মামলা দায়ের করে। ওই মামলায় এই আদালত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে-

> "১০. মৃত ব্যক্তি গাড়িটির মালিক ছিলেন এবং দুর্ঘটনার জন্য তিনিই দায়ী। এই দুর্ঘটনায় আর অন্য কোনো গাড়ি যুক্ত ছিল না। প্রশ্ন হচ্ছে, মৃত ব্যক্তি যেহেতু নিজেই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী, ১৯৮৮ সালের মোটর ভেহিক্যালস আইনের ১৬৬ ধারায় তার উত্তরাধিকারীদের ক্ষতিপূরণের দাবি গ্রহণযোগ্য হবে কিনা।
>
> ১১. বীমাকৃত গাড়ি দুর্ঘটনার জন্য দায়ী হলে ওই দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তি, তৃতীয় ব্যক্তি কিংবা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির জন্য পলিসি অনুযায়ী নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ প্রদানে বীমা কোম্পানি দায়বদ্ধ। মোটর ভেহিক্যালস আইন অনুযায়ী কোনো দায়বদ্ধতা না থাকলে বীমা কোম্পানিকে কখনোই ক্ষতিপূরণ প্রদানে দায়বদ্ধ করা যাবে না। "

৯. অতএব, এই মামলায় মৃত ব্যক্তির উত্তরাধকারীদের ট্রাইবুনাল কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য

ত্রিপুরা হাইকোর্টের নির্দেশ যথার্থ নয়। যেহেতু ইন্সুরেন্স পলিসি অনুযায়ী ব্যক্তিগত দুর্ঘটনার জন্য বীমা কোম্পানির দায় দুলক্ষ টাকায় সীমাবদ্ধ, তাই ক্ষতিপূরণ বাবদ আবেদনকারীরা দুলক্ষ টাকাই পেতে পারে। অতএব আপিলকারী বীমাকোম্পানিকে নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে তারা যেন ট্রাইবুনাল-এ ক্ষতিপূরণের দরখাস্ত দায়ের করার দিন থেকে আজ অব্দি দু লক্ষ টাকার উপর ৯ শতাংশ বার্ষিক সুদ হিসাব করে এই সুদ সহ মোট দুলক্ষ টাকা আজ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে ট্রাইবুনাল-এ জমা দেন।

১০. উপরোক্ত শর্তে এই আপীল মঞ্জুর করা হলো। তবে মামলায় ব্যয় সম্পর্কে কোনো আদেশ দেওয়া হলো না।

..... J

(N.V. Ramana)

..... J

(S. Abdul Nazeer)

New Delhi

August 31, 2018

দায়বর্জন (DISCLAIMER)

শুধুমাত্র মামলার দুইপক্ষের বোঝার সুবিধার্থেই তাদের নিজস্ব ভাষায় এই রায়টির অনুবাদ করা হলো। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বাংলায় অনূদিত এই রায়কে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক ও সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালতের ইংরেজি রায়টিকে যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকেই অনুসরণ করতে হবে।